

## হাদিস বিহীন ইসলামের উদ্ভট চিন্তা ও কিছু কথা

সাজ্জিদ কামরান মির্জা  
জানুয়ারী ২৮, ২০০৬

(আমার এ লেখাটির উৎস হল— জনাব রায়হানের লেখা “প্রচলিত বিশ্বাস, ধর্মীয় রিচুয়াল এবং কিছু কথা” থেকে। হাদিস বিহীন ইসলামের প্রতি উত্তর হিসেবেই এই লেখার অবতারণা।)

ইসলাম একটি ধর্মের নাম যাহা আরবের মরুতে জন্মেছিল এবং গত চৌদ্দশ বৎসর ধরে একরকম বিনা বাধায় নিজের ইচ্ছেমত ষোল কলায় বেড়ে উঠেছে যার কোন প্রশ্ন, সমালোচনা বা আলোচনা করা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। ইসলামের ব্যাপারে আমার সন্দেহ ছিল সেই ছোটবেলা থেকে, কিন্তু তার সমালোচন করার সাহস কখনো ছিল না। একাত্তরে ধর্ম ব্যবসায়ীদের জগন্য কাণ্ড দেখে ইসলামকে জলসিয়ে দেখার ইচ্ছা জাগে কিন্তু তার সুযোগ বা সাহস কোনটাই ছিল না। প্রায় ৬/৭ বৎসর পূর্বে যখন ইন্টারনেটে সর্ব প্রথম ইসলাম নিয়ে আলোচনা শুরু করি তখন আমি বলতে গেলে একা, বিরাট ময়দানে আমি একাই ছিলাম। তারপর আসে ফতেমোলা, জামাল হাসান, অভিজিৎ, আবুল কাসেম, মুহাম্মদ আজগর সহ হাতে গুনা কয়েকজন কমরেড এসে আমার সঙ্গ দেওয়া শুরু করে। এরপরই আমরা খুজে পাই ইবনে ওয়ারাক এবং আলী সিনাকে। তারপরের ইতিহাস সবার জানা। ৯/১১ পর ঠেলার নাম বাবাজীর কুদরতে মাশাঁয়াল্লাহ আজ সারা বিশ্বে কয়েক হাজার মুসলিম/অমুসলিম ইসলাম নিয়ে ইন্টারনেটে দেদার লিখছে এবং অসংখ্য বইও চাপা হয়ে গেছে, যাহা পূর্বে মোটেও সম্ভব ছিল না।

সে যাই হউক, এখন আসল কথায় আসা যাক। জনাব রায়হান সাহেবের উপরোল্লিখিত টাইটেলের লেখাটি আমাকে অবাক এবং হতাস দুটোই করেছে। ওনার লেখা আমি রিতিমত পড়ি এবং মাঝে মাঝে উনি বেশ অর্থবহ ভাল ভাল প্রশ্নও করেন; আবার কখনো কখনো কিছুটা অবাস্তব বা উদ্ভট কথাও লিখেন। তবুও আমি ওনাকে আমার সহ যুদ্ধাই ভেবেছি। কিন্তু, এই বর্তমান লেখাটি পড়ে আমি অনেকটা হতাস হয়েছি এবং বাধ্য হচ্ছি বলতে যে রায়হান সাহেবের আসলে ষোলা আনাই মিথ্যা। উনার কথা শুনে সেই বাঙ্গালীর প্রবাদঃ “সারা রাত রামায়ন পড়ে সকালে জিজ্ঞাসা করে সীতা কার বাপ” এর কথাই মনে পরছে। আলীসিনা হলেন বর্তমান সময়ের একজন ইসলামের মহা পন্ডিত (**Islamic Scholar**) যার পেটে কয়েক ডজন মোল্লা-মাওলানার জায়গা হবে। সেই আলীসিনা নিশ্চয়ই রায়হান সাহেবের অবাস্তব প্রশ্নে বিরক্ত হয়েই তার কোন উত্তর দেন নাই।

ইসলাম হল একটি প্রকাণ্ড (**Monstrous**) বটগাছ, যার আছে একটি প্রকাণ্ড কাণ্ড যাহা দাড়িয়ে আছে শিকর এবং মাটিতে, ডাল-পালা আছে, এবং পাতা ও কুরিও আছে। ইসলামকে আমার বর্ণিত প্রকাণ্ড গাছের সঙ্গেই তুলনা করা উচিত হবে।

ইসলামের আসল কাণ্ডটি হল—কোরান; ডালপালা হল—হাদিস, নবীজির জীবনী এবং ইসলামের ইতিহাস; পাতা এবং কুরি হল—বিভিন্ন ইসলামী স্কলারদের লিখা বই, আর তার শিকর ও মাটি হল—প্রায় ১ বিলিয়ন মানুষের অন্ধ বিশ্বাস-অর্থাৎ, মানুষের বিশ্বাসের উপরেই ইসলামের প্রকাশ্য গাছটি দিব্বি দাড়িয়ে আছে। এই উপরের সবকয়টি নিয়েই হল পূর্নাজ ইসলাম—যার মানে শান্তি বা সারেভার! একটি গাছ যেরূপ সুধু তার কাণ্ডটি দিয়েই বাচতে পারেনা, বাচতে হলে তার, শিকর, ডাল-পালা, পাতা-কুরি সবকিছুই প্রয়োজন হয়। সুধু একটিকে বাদ দিলেও সেই গাছটি আর টিকে থাকতে পারে না। তদ্রূপ, ইসলাম সুধু কোরান (কাণ্ড) দিয়ে বাচতে পারে না; তার ডাল-পালা, পাতা-কুরি (হাদিস, ইসলামী ইতিহাস, নবীর জীবনী ইত্যাদি) নিয়েই বাচতে হয়। একটিকে কেটে বাদ দিলে অন্যটি টিকে থাকতে পারে না। ঠিক একটি গাছ যেরূপ সুধু তার কাণ্ডটি দিয়ে কখনো বাচতে পারে না।

ইসলাম এই সবকিছু নিয়েই ১৪০০শত বৎসর বেচে ছিল বহাল তব্বিতে। কিন্তু প্রভলেম সৃষ্টি হয়েছে আরবের মরুতে কাফেরদের দ্বারা তৈল আবিষ্কারের ফলে আরব বেদুইনদের গায়ে চেকনাই জমাতে এবং বিশেষ করে ৯/১১ এর শান্তির ইসলামের বাদর নাচের নমুনা বিশ্ব জুড়ে মানুষ দেখতে পেয়েছে বলে। তারপর আমাদের ন্যায় কিছু এপোস্টেট এর ক্রমাগত ডেইজি কাটারের বাড়ির ভয়ে রায়হান/বাসার সাহেবদের মত কিছু ইসলাম দরদী মানুষ ইসলামকে বাচাতে ইসলাম নামক প্রকাশ্য গাছটির ডালপালা কেটে আসল ইসলামকে বাচাতে চাচ্ছেন। ওনাদের অতি খোড়া যুক্তি হল, হাদিসকে কেটে বাদ দিলেই ইসলাম একেবারে সভ্য হয়ে যাবে।

এখন কথা হল, ডালপালা কেটে দিলেই কি ইসলাম একেবারে ধোয়া তুলসিপাতা হয়ে যাবে? আমি কিন্তু অনেক পূর্বেই বাসার সাহেবকে বলেছি—যে কোরানে যদি হাদিসের চেয়েও জগন্য খারাপ কথা পাওয়া যায় তা’হলে সুধু হাদিস বাদ দিলে চলবে কেন, কোরানকেও বাদ দিতে হবে। কোরানে যদি থাকে—চাকরানীর সঙ্গে যৌন কাজ দিব্বি করা যাবে, অন্যধর্মের মানুষকে হত্যা করলে ছওয়াব হবে, অমুসলিম মরলে তার জন্য বদ দোয়া করতে হবে, ইসলাম ছারা অন্যসব ধর্মকে মেরে তাবা করতে হবে, স্ত্রীদেরকে দিব্বি পেটানো যাবে, মেয়ে মানুষকে (চেহারা ঢেকে) বোরখা পড়াতে হবে এবং গৃহে বন্ধি করে রাখতে হবে (আরও কত উদ্ভট, অবাস্তব কথা)—তা’হলে হাদিস বাদ দিয়ে লাভ কি হবে? তাছাড়া, হাদিস বাদ দিলে ইসলাম দিব্বি বেচে যাবে এরূপ চিন্তা সুধু কেবল অবাস্তবই নয়, উদ্ভটও বটে। সুধু মুখে বললেই ডাল-পালা কেটে একটি প্রকাশ্য গাছকে বাচানো যায় না। কোন গাছই তার ডালপালা বিহীন সুধু কাণ্ড দিয়ে বাচতে পারেনা।

রায়হান সাহেব আবার বলেছেন—“ধর্ম-গ্রন্থ গুলোকে মানুষের লিখা হিসাবে ধরে নিলেই কিন্তু সবকিছুর উত্তর মেলে”। আমরাও ত ঠিক সেটাই করছি। আমরা যারা ইসলাম নিয়ে গবেষণা করছি, সমালোচনা করছি তাদের একটাই উদ্দেশ্য এবং

তাহা হল—ইসলামের অলৌকিকতা (**Myth**)কে, অর্থাৎ বিষদাঁতকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া ঠিক যার উপরে ইসলাম নামক প্রকাণ্ড গাছটি দাড়িয়ে আছে। এই অলৌকিকতাই সৃষ্টি করেছে ১ বিলিয়ন মানুষের অন্ধ বিশ্বাস থেকে, যাহা মুসলিমদেরকে রবটে পরিনত করেছে। আমরা সেইসব অন্ধবিশ্বাসীদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কোরান হল মানুষ (অর্থাৎ মুহাম্মাদ নিজেই) এর তৈরী একটি **Mumbo-Jumbo** বই যাহাতে অনৈতিকতা এবং ভুলভ্রান্তিতে ভরপুর। ইহাতে অলৌকিকতা বলতে ১% ও নেই। সম্প্রতি আমার লেখা দু’টি রচনা (ইসলামী বেহেশত এবং ইসলামী দোজক) পড়লে যে কোন সুস্থ মস্তিস্কের মুসলিমের মনে তুমুল ঝড় উঠা উচিত। আমি এপর্যন্ত প্রায় ১০০টির ও বেশি কमेंট পেয়েছি পাঠকদের কাছ থেকে। অনেকেই বলেছে তারা এসব বিশ্বাসই করতে পারছে না যে কোরান এসব কথা বলতে পারে! **এ মহৎ কাজটি অন্য আর সকল ধর্মেই বহু আগেই সমাধা হয়ে গেছে।**

পৃথিবীর কোন ধর্মই আক্ষরিক ভাবে পরিবর্তন হয় নাই, ধর্মকে কেহ এডিট করতে পারে না, কারণ এডিট করলে তাহা আর ধর্মীয় কিতাব থাকে না। সুধু বিষদাঁত অর্থাৎ মীথকে ভেঙ্গে দিলেই কাজ হয়ে যায়—**যাহা ইসলাম ছাড়া আর সবধর্মকেই বহু পূর্বেই করা হয়ে গেছে।** সুধু ইসলামই এখনও তার সকল বিষদাঁত নিয়ে দিব্বি বেছে আছে এবং সুযোগ পেলেই কামড় দিচ্ছে। আর তাকে চিরকাল বাচিয়ে রাখার জন্য ফেনাটিক্স মুসলিম, স্বাধারণ মুসলিম এবং রায়হান/বাসারদের মত শিক্ষিত আদা-মোল্লাগনও প্রাণপন চেষ্টা করে যাচ্ছে তাকে বাচিয়ে রাখতে এবং প্রতিদিন রীতিমত গাছের গোড়ায় পানি ঢালছে, অনুবাদের দোষ দিচ্ছে, হাদিস বিহীন ইসলাম চাচ্ছে, নানা হ তাল-বাহানা করে যাচ্ছে।

রায়হান সাহেব অনেক প্রশ্ন করেছেন যার প্রত্যেকটির পাল্টা জবাব আমার কাছে আছে। কিন্তু আমি উনার সব প্রশ্নের জবাব দেবার সময় নেই; সুধু এটুকুই বলব যে উনি কোরান ভাল করে না পড়েই এসব অবান্তর প্রশ্ন করেছেন, কোরানটি পড়লে তা কখনো করতেন না। সংক্ষেপে এটুকুই বলব যে হাদিস মানার কথা, অজু, নামাজ, যাকাত, হজ, চোরের হাতকাটা, পা’কাটা, ইত্যাদি ইসলামের রিচুয়াল গুলোর কথা স্পষ্টভাবেই বলা আছে পবিত্র কোরানে বারবার প্রতিবার। অজু এবং রোযার নিয়ম কোরানে ভালভাবেই দেওয়া আছে। দুনিয়ার প্রত্যেক ধর্মেই কিছু প্রচলিত রিচুয়াল থাকে এবং তাহা পালন করা অবশ্য প্রয়োজন হয় একজনকে কোন ধর্ম মানতে হলে। তাই মুসলিম হতে হলে নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত এসব করতেই হবে।

ইসলামের মূল মন্ত্রই হল—**কোরান এবং সুন্নাহ**। কোরান আল্লাহর বানী এবং হাদিস হল রসুলের বানী তার নিজের জীবনী ( প্রফেটের কথাবার্তা, কার্যক্রম, আভ্যাস, উক্তি, বিচার-আচার সবকিছু) । আর বাকি হল ইসলামের ইতিহাস। **পবিত্র কোরানে বার বার আল্লাহ বলেছেন—যারা আমার কথা (কোরান) এবং তার রসুলকে (তার কথাবার্তা, আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ইত্যাদি) কে মানে না তারা**

হল কাফের। কাজেই আল্লাহ কোথাও কখনো বলেন নাই যে সুধু কোরান মানতে হবে আর অন্য সবকিছু গারবেজ করতে হবে। বোখারী শরীফের ভূমিকাতেই মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান লিখেছেন—“পবিত্র কোরান হল আল্লাহর প্রকাশ্য অহী, আর পবিত্র হাদিস শরীফ হল আল্লাহ থেকে গোপনীয় অহী”। মূলত ইসলাম গড়ে উঠেছে পবিত্র কোরান এবং সুন্নাহ (হাদিস) এর উপর ভিত্তি করেই। মুসলিমদের কাছে হাদিসের মূল্য অনেক বেশি তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই পটকরে কোন মুসলিম দেশে যেয়ে হাদিসকে বর্জন করতে বললে বড় খবর আছে।

হাদিস মানার জন্য আল্লাহ কোরানে পরিস্কার নির্দেশ দিয়েছেন। নিম্নের আয়াত টির মানে বুঝতে চেষ্টা করুন।

**(8:24) :“ O you who believe ! Answer Allah (by obeying Him) and As His Messenger (obeying him) when he calls you to that which will give you life.”** তা’ছাড়া, কোরানে বারবার আয়াত দিয়ে (৪:১৪, ৯:৬৩) আল্লাহ মুসলিমদেরকে সাবধান করেছেন যে যারা আমাকে (আল্লাহকে) এবং তার পেয়ারা রসূল (মুহাম্মদকে) মান্য করিবেনা তাদের জন্য কঠোর শাস্তি বরাদ্দ আছে পরকালে।

রায়হান সাহেব লিখেছেন—“তাছাড়া, ১৪০০ বছর আগে মৃত্যুবরণ করা একজন মানুষ কারো পৈত্রিক সম্পত্তি হতে পারে না। ওনি এ যুগের কারো যেমন বন্ধু নয়, তেমনি আবার কারো শত্রুও নয়।” এই উক্তিটি একটি অদ্ভুত (Ridiculous) উক্তি বটে। এ বিশ্বের যে কোন একটি ধর্মের আলোচনা বা সমালোচনা করতে গেলে তার সৃষ্টিকর্তার (অর্থাৎ, যে ধর্মটিকে এনেছে বা তৈরী করেছে) কথা আসে সবার আগে। বৌদ্ধধর্মের সমালোচনা করতে হলে সেখানে বুদ্ধের কথাই সবার আগে আসবে, তেমনি—খৃষ্টধর্মের জিসাস, ইহুদী ধর্মের মুসা, হিন্দু ধর্মের রাম-কৃষ্ণ এর কথা আসতেই হবে। সামান্য একটি পলিটিকেল মতবাদ বা ইজম নিয়ে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই আসবে তার সৃষ্টিকর্তার কথা। তাই ইসলামের প্রসংসা বা সমালোচনা করতে হলে প্রথমেই আসবে তার সৃষ্টিকর্তা (যে ইসলাম এনেছে) প্রফেট মুহাম্মদের কথা। যেমন ইসলামকে একটি গাছ ধরা হলে আমাদেরকে মানতেই হবে যে এই ইসলাম নামক গাছটির চারা রোপন করেছিলেন মুহাম্মদ। তাই ইসলামের সমালোচনা বা আলোচনার শুরুতেই অনিবার্য কারণেই প্রথমে চলে আসবে মুহাম্মদের কথা। মুহাম্মদকে বাদ দিয়ে ইসলামের কোন সমালোচনাই করা সম্ভব নয়। আল্লাহ নামক যে সৃষ্টিকর্তার কথা বলা হয় তার কোন প্রমাণ আমাদের কাছে নেই বা আল্লাহ কখনো আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন নাই। এমনকি এই আল্লাহকেও বা আল্লাহর কথা নামক কোরানকেও মুহাম্মদ নিজেই সৃষ্টি করেছে। তা’হলে এখানে মুহাম্মদকে বাদ দিয়ে ইসলামের কথা বলতে হবে এটা কিধরনের পাগলামি কথা হল? মুহাম্মদ বেচে আছে কি মরে গেছে সেটা একেবারেই ইরিবিবেন্ট বা বাতুলতা মাত্র। আল্লাহ নিজে যে বেচে আছে তার কি কোন প্রমাণ আছে রায়হানের কাছে?

রায়হান সাহেবের লিখার ৪ পৃষ্ঠায় ১, ২, ৩ এবং ৪ পর্যন্ত সবক'টি উক্তিই মিথ্যা বলেছেন। ধর্মত্যাগী মুরতাদকে হত্যা করার কথা, পলিটিক্যাল ইসলাম মানে শারিয়া আইন, বোরখা ইত্যাদি সবই কোরানে আদেশ আছে পরিস্কার ভাবে। পড়ে দেখুন। আর্শ্চর্য্য, উনি বাইবেল থেকে কোট করছেন, কিন্তু কোরানে সেটা নেই বলেছেন। অর্থাৎ অন্যের গায়ে আনেক ময়লা, কিন্তু নিজের গায়ে শতমন ময়লা থেকেও না দেখার ভান করছেন। খৃষ্টান বা জুইসরা কি তাদের বাইবেল ফলো করছে আজ? তারাত বহু পূর্বেই বাইবেলকে গারবেজ করেছে। বোরখার জন্য সুরা নূর পরুন। মেয়েদের সৌন্দর্যকে ঢেকে বাইরে যেতে বলা হয়েছে কোরান পরিস্কার ভাবে। সৌন্দর্য মেয়েদের চেহারা, চুল নিশ্চয় নয়। হিজাব আবিষ্কার করেছে ইরানীরা, এটা কোরানে কখনো বলে নাই। মুক্তমনা সাইটে যেয়ে আমার লেখা (হিজাব না বোরখা) পড়ে নিন দয়া করে। চুরি করলে হাতকাটা, পা'কাটা, এডাল্টারীর জন্য মৃত্যুদণ্ড এসবি কোরানের কথা, সুরা আন-নিসা পড়ুন।

কোরান অমান্য করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নেই সেটা চাহা মিথ্যে। আল্লাহ বারবার বলেছে যারা কোরান মানে না তারা কাফের এবং তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেবার কথা বলা হয়েছে। ইসলাম না মানলে অমুসলিমদেরকে হত্যা করার আদেশ কোরানে শতবার দেওয়া আছে। চুরি করলে হাত কেটে, পা'কেটে দেবার কথা পরিস্কার ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে কোরানে। তবু কি করে বলতে পারেন যে কোরান **পার্থিব শাস্তির বিধান নেই?**

হাদিসগুলোকে মুহাম্মদ এসে যাচাই করতে হবে এটা কেমন বোকারমত কথা হল? কোরান যে **Authentic** তাহা কি আল্লাহ নিজে এসে যাচাই করেছেন? একজন মহান নেতার কথা বা তার কার্যক্রমও একটি জাতি ফলো করতে চেষ্টা করে তার মৃত্যুর পরে। ইন্ডিয়ার বহু নেতা-জনতারা মহাত্মা গান্ধীর কথা মানতে চায়, বা কমিউনিষ্টরা লেনিন-স্টালিনের নীতিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহন করে। কিন্তু তারা কি বলবে যে এসব নীতিগুলোকে আগে গান্ধীকে দিয়ে যাচাই করা হোক; বা মৃত লেনিন এসে পরিষ্কার করে নিক? এটা কি কোন ভাল যুক্তি হল? **পলিটিক্যাল ইসলাম বা শারিয়ার মূল কাণ্ডটি এসেছে কোরান থেকে।** তাই হাদিস বাদ দিলেই শারিয়া শেষ হয়ে যাবে এ কথা আপানাকে কে শিখিয়েছে দয়া করে বলবেন কি? কোন কিছু ভাল না জেনে মন্তব্য করা কি ঠিক?

**একজন Bizarre character এর মানুষ কোরান লিখতে পারে না?** আপনি প্লেগিয়ারিষ্ট এর কথা বলছেন? এটাত আজ সবারই জানা যে এ দুনিয়েতে প্রায় সকল ধর্মই সৃষ্টি হয়েছে অন্যসব **Existing** ধর্মগুলো থেকে কিছু কিছু উপাদান এনে এবং কিছু নতুন তৈরী করে তারপর একটি নতুন ধর্ম বানানো হয়েছে। মুহাম্মদও ঠিক তাই করেছে, এতে অবাক হবার কি আছে? এ কেমন কথা হল যে একটি বই থেকে কোন কথার 'খিম' এনে তাহা একটু নতুন ভাষা দিয়ে সে কথাটিকে তৈরী করা যাবে না? তাছারা, সেই বাক্যটি (যাহা কপি করা হয়েছে) ছবুহ

এক হয় কি করে, সেটাত এসেছে অন্য ভাষা (হিব্রু, এরাবীক, গ্রীক বা লেটিন থেকে?)

আপনাকে কোরান সৃষ্টির প্রকৃত ইতিহাস জানতে হবে তাহা বুঝতে হলে। আপনি ভিন্নমতে বা মুক্তমনাতে যেয়ে আবুল কাসেমের **Eloquent and authentic Article:Who authored the Quran?** পড়ুন নিচের ঠিকানায় যেয়ে।

(<http://www.vinnomot.com/AKasem/KoranAuthor.htm>) এবং জেনে নিন মুহাম্মদ কি ভাবে কোরান তৈরী করেছিল। বহু কবি, ধর্মজাজক সহ তার কত ডজন সাঙ্গপাঙ্গ ছিল জেনে নিন। নিচে আবুল কাসেমের রচনা থেকে জেনে নিন কারা তাকে কোরান তৈরীতে সাহায্য করেছিল।

### **A short list of people who helped Prophet Muhammad to manufacture quranic verses in the name of Allah:**

- Imrul Qays – an ancient poet of Arabia who died a few decades before Muhammad's birth
- Zayd b. Amr b. Naufal – an 'apostate' of his time who preached and propagated Hanifism
- Labid – another poet
- Hasan b. Thabit – the official poet of Muhammad
- Salman, the Persian – Muhammad's confidante' and an advisor
  
- Bahira – a Nestorian Christian monk of the Syrian church
- Jabr – a Christian neighbour of Muhammad
- Ibn Qumta – a Christian slave
- Khadijah – Muhammad's first wife
- Waraqa – Khadijah's cousin brother
- Ubay b. Ka'b – Muhammad's secretary and a Qur'an scribe
- Muhammad himself

There were other parties involved too. They were:

- The Sabians
- Aisha – Muhammad’s child bride
- Abdallah b. Salam b. al-Harith – a Jewish convert to Islam
- Mukhyariq – a Rabbi and another Jewish convert to Islam

আরও একটি অদ্ভুত ব্যাপার হল—আমরা ইসলামের কথা লিখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে এসে বলবে “অমুক ধর্মে এটা আছে, তমুক ধর্মে সেটা আছে!” বা সুধু ইসলামকে কেন গালি দিচ্ছ, অন্য ধর্মকে কেন গালি দিচ্ছ না ইত্যাদি প্রলাপ বকা। যেন চোরকে ধরে মার লাগালে বলবে, “আমার বাবা বা চাচারও চুরি করত, তাদেরকে মারছ না কেন।” এসব উক্তি আমার কাছে ভীষণ বিরক্তিকর এবং ভীষণ অপছন্দ। আমরা এখানে কয়েকটি পচা ডিমের তুলনা করছি না। আমাদের কাছে সকল পচা ডিম—অর্থাৎ সকল ধর্মই অপছন্দ। পূর্বেরটা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই; যেটা বর্তমানের প্রভলেম সেটা নিয়েই আমাদের মাথা ব্যথা। ইসলাম বর্তমানে বিশ্বের সভ্যতার প্রতি একটা বিরাট হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে। তাই ইসলামের বিষদাঁত ভেঙ্গে শান্তির ধর্ম বানানো সবার আজ পরম দায়িত্ব।

পরিশেষে আমি একথাই বলব যে ঐ আমার বর্ণিত প্রকান্ড ইসলামের গাছটিকে নিয়ে সবাই যে ভাবে ইচ্ছে সমালোচনা-আলোচনা করুক তাতে আমাদের কোন অনুযোগ নেই। অর্থাৎ, কেহ গাছের কাণ্ডটিকে, কেহ ঢালপালা নিয়ে, কেহ সুধু গাছের পাতা-কুরি নিয়েই সমালোচনা করুক তাতে কারও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। সুধু একটি কথা মনে রাখতে হবে যে আমাদের সবারই উদ্দেশ্য একটাই। আর তাহা হল ইসলামের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসসের চাবিকাটি—অলৌকিকতা বা বিষদাঁতকে ধংস করাই হল আমাদের আসল উদ্দেশ্য। ইসলামকে চিরতরে দুনিয়া থেকে নিচ্ছিন্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, এটা সম্ভব ও নয়। ‘মীত’ বিহীন (বিষদাঁত বিহীন) ইসলাম আমাদের কোন ক্ষতি করবে না। এটা হবে তখন শান্তির ইসলাম, যেমনটি আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি—শান্তির খৃষ্টান, শান্তির জুইশ, শান্তির হিন্দু এবং শান্তির বৌদ্ধ বহাল তবীয়তে আছে, কিন্তু তারা ক্ষতিকর নয় তুলনামূলকভাবে। অর্থাৎ, আমি বলতে চাচ্ছি যে যখন সাধারণ মুসলিমগন (মোল্লাগন নয়) বুঝতে পারবে বা বিশ্বাস করবে যে কোরান একটি বই এবং তাকে ধরতে হলে অজুর প্রয়োজন নেই, কোরান-হাদিস বা মুহাম্মদে কোন অলৌকিকতা নেই, সবই মানুষের তৈরী, তখন সেই ইসলাম মুসলিমদেরকে ধর্মীয় কুপমডুকতা থেকে রেহাই দিবে। সাধারণ মুসলিমরা যদি বুঝতে পারে যে সারা জীবন দেদার চুরি করে সুধু একবার মক্কা দর্শন হলেই সব পাপ মোচন হয়ে যাবে না, বা পীর, দরবেশ, দরগাতে টাকা ঢাললেই বেহেশতের পথ একেবারে খোলা হয়ে যাবে না, বা মাদ্রাসায় কিছু টাকা ঢাললেই সারা বছরের ঘুষের টাকা হালাল হয়ে যাবে না, তাহলেই এই মুসলিম জাতি (১বিলিয়ন রবট) তাদের দারিদ্র এবং কুসংস্কার থেকে

মুক্তি পাবে। তাদেরকে আর প্রতিবৎসর **Corruption** এ দুনিয়াতে প্রথম স্থান দখল করতে হবে না।

তাই রায়হান সাহেবরা হাদিসকে যত গালি দিতে চান দিতে থাকেন, অথবা হাদিসকে যে ভাবে ইচ্ছা গারবেজ করতে চান করুন; কিন্তু আমাদের গায়ে আচর মারতে আসবেন না প্লীজ। আমরা আপনাদের শত্রু নই। আমরা সকলেই সহযোদ্ধা—যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য বা **Mission** হল ইসলামকে **Personalized** করে সুধু মসজিদের ইসলাম বানানো। যেমনটি খৃষ্টান-ইহুদী-হিন্দু ধর্মকে বহু শত বৎসর পূর্বেই, চার্চ-সিনাগগ্-মন্দিরের ভেতরে পুরে দেওয়া হয়েছে কিছু ভীতু মানব সন্তানের জন্য যারা ধর্ম না হলে বাচতে পারে না। ইসলামকে ঠিক অন্যান্য ধর্মের অবস্থায় নিয়ে আসতে পারলেই আমাদের সকলের কাজ খতম। সবার সাফল্য কামনা করে আজ এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।